জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিন

৬ষ্ঠ বর্ষ | ৩য় সংখ্যা | সেপ্টেম্বর ২০১৯

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

উপদেষ্টামণ্ডলী
পরিচালকবৃন্দ
খন্দকার সাবেরা ইসলাম, মোহাম্মদ আবুল কাশেম
অজিত কুমার পাল, এফসিএ, মেশকাত আহমেদ চৌধুরী
কে, এম, সামছুল আলম, মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ
ও ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমদ

প্রধান সম্পাদক
মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ
সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সম্পাদকমণ্ডলী
উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ
মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ জিকরুল হক
মোঃ তাজুল ইসলাম ও মোঃ আব্দুল জব্বার

নির্বাহী সম্পাদক
খন্দকার আতাউর রহমান
মহাব্যবস্থাপক
রিসার্চ অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিভিশন

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ
লতিফা খানম, ডিজিএম
এ, কে, এম এনামুল হক, এজিএম
রুবেল আহমেদ, এসপিও
রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট

সম্পাদকীয়

জনতা ব্যাংক, জনতার ব্যাংক, আপামর জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত ব্যাংক। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরশমাখা এই ব্যাংক জন্মলগ্ন থেকেই দেশের প্রতিটি মানুষের আস্থার প্রতীক হিসেবে কাজ করে চলেছে। সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকটি প্রতিনিয়ত নিজেকে আধুনিক করে তুলছে। দক্ষ জনবল আর প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বিজ্ঞ পরিচালনা পর্ষদ ও চৌকস ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিবিড় তত্ত্বাবধানে দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে সেবার ক্ষেত্রে জনতা ব্যাংক ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠছে অপ্রতিরোধ্য। শুধু মুনাফা নয়, কল্যাণমুখী ও মানবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমেও জনতা ব্যাংক নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। জনতা ব্যাংক এখন আর শুধু একটি ব্যাংক নয়, সংখ্যাতীত মানুষের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার প্রতীক, বিশ্বাসের শেষ আশ্রয়স্থল। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি দেশের সমৃদ্ধির ক্রমধারায় জনতা ব্যাংকের সক্রিয় ভূমিকা অবশ্যই গৌরবের। দেশমাতৃকার কল্যাণে জনতা ব্যাংক সদা সচেষ্ট।

জনতা ব্যাংকের উন্নয়ন উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হোক।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

জনতা ব্যাংকে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচি

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন উপলক্ষে জনতা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ১ আগস্ট ২০১৯ হতে মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচিসমূহ সমন্বয় ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডির নেতৃত্বে ১৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

"শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু" শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী
বঙ্গবন্ধু পরিষদ
বাংলাদেশের অভ্যুদয় এর সচিত্র প্রতিবেদন
বঙ্গবন্ধু পরিষদ

কর্মসূচির অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু পরিষদ, জনতা ব্যাংক লিমিটেড ও জনতা ব্যাংক অফিসার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ২৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে দিনব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি এবং শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু শীর্ষক আলোকচিত্র ও বঙ্গবন্ধু-বাংলাদেশ শীর্ষক ভিডিও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ ও পরিচালক মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ। অন্যান্যের মধ্যে ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ জিকরুল হক, মোঃ তাজুল ইসলামসহ নির্বাহিগণ, সিবিএ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সভাপতি মোঃ শাহ আলম, জনতা ব্যাংক অফিসার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মির্জা মোঃ আব্দুল বাছেত, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনিছুর রহমানসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমদ এবং সিইও অ্যান্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদের নেতৃত্বে ৩২ নম্বর ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ জিকরুল হকসহ ঊর্ধ্বতন নির্বাহী-কর্মকর্তা, সিবিএ নেতৃবৃন্দ ও কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড গৃহীত জাতীয় শোক দিবস পালনের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল মিলাদ মাহ্ফিল, মাসজুড়ে কালো ব্যাজ ধারণ, দেশ-বিদেশের সকল শাখা ও কার্যালয়ে শোক দিবসের বাণী সম্বলিত ব্যানার প্রদর্শন, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, রক্তদান কর্মসূচি ও জাতির পিতার কর্মময় জীবনের ওপর আলোচনা সভার আয়োজন।

জাতীয় শোক দিবস

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস
কোরানখানি ও মিলাদ মাহফিল

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কোরানখানি ও মিলাদ মাহ্ফিলের আয়োজন করে। মিলাদ মাহ্ফিলে ১৫ আগস্টে শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। মিলাদ মাহ্ফিলে ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ ছাড়াও ডিএমডিবৃন্দ, মহাব্যবস্থাপকগণ, সিবিএ নেতৃবৃন্দ এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহ্ফিলের আয়োজন করা হয়। ডিজিএম মোঃ হুমায়ুন কবির চৌধুরীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ তাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোঃ কামরুল আহছান। অন্যান্যের মধ্যে ডিজিএম ফারুক আহমদ, মোঃ সিরাজুল করিম মজুমদার, মোঃ সরওয়ার কামাল, মোঃ জাকারিয়া ছাড়াও নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে জনতা ব্যাংক, সিলেট বিভাগ কর্তৃক বিভাগীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোঃ আসাদুজ্জামান। এরিয়া অফিস, সিলেটের ডিজিএম মোঃ আব্দুল ওয়াদুদের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় কার্যালয়ের ডিজিএম সন্দীপ কুমার রায়, সিলেট কর্পোরেট শাখার এজিএম বিমল কান্তি দাস, বৈদেশিক বিনিময় কর্পোরেট শাখার এজিএম মোঃ মাহবুবুল আলম প্রমুখ।

স্বাধীনতা অফিসার পরিষদ

আয়োজনে
ব্যাংক স্বাধীনতা অফিসার পরিষদ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ২৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্বাধীনতা অফিসার পরিষদ কর্তৃক আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহ্ফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহ্ফিলে জনতা ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাংকের ডিএমডিবৃন্দ, মহাব্যবস্থাপকগণ, উর্ধ্বতন নির্বাহী, স্বাধীনতা অফিসার পরিষদ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ মিলাদ মাহ্ফিলে উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু পরিষদ জনতা ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমিটি কুমিল্লা জেলা শাখার সভাপতি এজিএম মোঃ আবুল হাসানাত আজাদের নেতৃত্বে সংগঠনের সহ-সভাপতি ডিজিএম সফিকুর রহমান ও এজিএম সেলিম মাওলা, সাংগঠনিক সম্পাদক সরওয়ার আলম বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় জনতা ব্যাংক, কুমিল্লা এরিয়া অফিসের ডিজিএম এ কে এম ফজলুল হক, বিভাগীয় কার্যালয়ের এজিএম মোঃ সালাউদ্দিন, এজিএম মোঃ মুশফিকুর রহমান ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

যশোর

১৫ই আগস্ট জাতির জনক সহ সকল
শোক র
জনতা ব্যাংক লিমিটেড, য

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, এরিয়া অফিস, যশোরের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে যশোর এরিয়া অফিসের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল করিম ও নওয়াপাড়া কর্পোরেট শাখার সহকারী মহাব্যবস্থাপক নূরুল আখতারের নেতৃত্বে শোক র‍্যালী ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। এ সময় যশোর এরিয়ার সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ জনতা ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যান

ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ সম্প্রতি জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। এর পূর্বে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। প্রসঙ্গত, ২০.০২.২০০৮ হতে ১৯.০২.২০১৪ পর্যন্ত তিনি জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ছিলেন। ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড (ইসিআরএল)-এর একজন উদ্যোক্তা পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্বরত আছেন। ড. জামালউদ্দিন আহমেদ ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর সভাপতি এবং সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস (সাফা)-এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। পেশাগতভাবে তিনি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং ১৯৯০ সাল হতে আইসিএবি'র ফেলো সদস্য। ১৯৯৬ সালে তিনি কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে যুক্তরাজ্যের ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডিফ বিজনেস স্কুল থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ড. আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বাংলাদেশের আর্থিক খাত নিয়ে কাজ করার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসহ অর্থনীতি ও আর্থিক খাত বিষয়ে তাঁর ৫০টির অধিক গবেষণাপত্র ও প্রকাশনা রয়েছে। তিনি বিভিন্ন ব্যাংক, লিজিং কোম্পানি, এনার্জি কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অডিট এনগেজমেন্ট পার্টনার এবং অনেক দেশি ও বহুজাতিক কোম্পানির কর উপদেষ্টা। ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ গ্রামীণফোন পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও অডিট কমিটির চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড ও অডিট কমিটির উপদেষ্টা ছাড়াও ঢাকা ওয়াসার পর্ষদ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কনসালটেটিভ কমিটি ও বিটিসিএল-এ আইসিএবি'র প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ এবং ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনসহ মাজার জিয়ারত ও শোক বইতে স্বাক্ষর করেন। পরে তাঁরা বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। এ সময় ব্যাংকের সিএফও এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ এসিসিএ, কোম্পানি সেক্রেটারি হোসেইন ইয়াহ্‌ইয়া চৌধুরী, ফরিদপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোঃ আহ্‌সান উল্লাহ্‌ এবং খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোঃ মাহবুবর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন

নোয়াখালী

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, নোয়াখালীর শাখাব্যবস্থাপকদের সম্মেলন সদর উপজেলা মিলনায়তন, নোয়াখালীতে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ জিকরুল হক, সিএফও এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ, এফসিএ এসিসিএ, কোম্পানি সেক্রেটারি হোসেইন ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী। নোয়াখালী বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোঃ সাহাদাৎ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিভাগের নির্বাহীবৃন্দসহ সকল শাখাব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ ব্যাংকের শ্রেণিকৃত ও খেলাপী ঋণ আদায়ে সকলকে তৎপর হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি সম্প্রতি জারীকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৫-এর আওতায় ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট সুবিধা বাস্তবায়ন করে ব্যাংকের শ্রেণিকৃত ঋণ এক অঙ্কের ঘরে নামিয়ে আনার ওপর তাগিদ প্রদান করেন।

ঢাকা-দক্ষিণ

১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয় ঢাকা-দক্ষিণের বিজনেস পারফরমেন্স মনিটরিং কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে ডিএমডি মোঃ জিকরুল হক, সিএফও এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ এসিসিএ এবং কোম্পানি সেক্রেটারি হোসেইন ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ আব্দুল জব্বার ।

রাজশাহী

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয় রাজশাহীর শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএমডি মোঃ জিকরুল হক, সিএফও এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ এসিসিএ ও কোম্পানি সেক্রেটারি হোসেইন ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় কার্যালয় রাজশাহীর জিএম মোঃ আখতারুজ্জামান।

চট্টগ্রাম

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয় চট্টগ্রামের শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোঃ কামরুল আহছানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএমডি মোঃ জিকরুল হক, সিএফও এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ এসিসিএ এবং কোম্পানি সেক্রেটারি হোসেইন ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী।

ঢাকা-উত্তর

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয় ঢাকা-উত্তরের শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। ঢাকা-উত্তরের জিএম মোঃ মুরশেদুল কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন, সিএফও এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ এসিসিএ ও কোম্পানি সেক্রেটারি হোসেইন ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী। প্রধান অতিথি ড. জামালউদ্দিন আহমেদ ব্যাংকিং সেবার মান বৃদ্ধি, স্বল্প সুদের আমানত বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ, নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান এবং ফরেন রেমিট্যান্স আহরণে সরকারি ইনসেনটিভ প্রদানের বিষয়টি উপকারভোগীদের নিকট প্রচার করার জন্য জোর তাগিদ প্রদান করেন। সম্মেলনে ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ ব্যাংকের ভাবমূর্তি ও সুনাম বৃদ্ধির জন্য দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

রংপুর

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুরের শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও অ্যান্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ জিকরুল হক, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিএফও এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ এসিসিএ, কোম্পানি সেক্রেটারি হোসেইন ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী এবং রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আখতারুজ্জামান।

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ
সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

news
services
contact

Banktech
বিশ্ব ব্যাংকিংয়ে প্রযুক্তির ব্যাপ্তি

Banking Technology বা সংক্ষেপে Banktech বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে আর্থিক পরিষেবা খাতে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়। বিশ্বব্যাপী Financial Technology'র অভিনব উদ্ভাবন ব্যাংকিং সেক্টরকে প্রতিনিয়ত প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলছে। এ কারণে বর্তমান সময়ে আর্থিক সেবা শিল্পে ডিজিটাল রূপান্তর ক্রমাগতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে ব্যাংক ব্যবসা বর্তমানে সর্বাংশে চ্যালেঞ্জিংরূপে আবির্ভূত হয়েছে। এমনিতে ব্যাংকিং খাত গ্রাহক-নির্ভর ও প্রতিযোগিতামূলক, উপরন্তু বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি কর্তৃক গ্রাহকের সেবা-সুবিধাদির চুলচেরা বিশ্লেষণে এ খাত হয়েছে আরও স্পর্শকাতর। ব্যাংকিং প্রযুক্তি গোপনীয়তার বেড়াজাল ভেঙ্গে সর্বক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্তকে মুহূর্তেই সকল শ্রেণির গ্রাহকের জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বাতাবরণে। এ অবস্থার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকেও হতে হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন।

এই সময়ে তথ্য-প্রযুক্তির যে বিষয়গুলো ব্যাংক ব্যবসাকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করছে সেসব নিয়ে এবারের আলোচনা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence-AI)

মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে প্রযুক্তিনির্ভর করে যন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলে। এটি কম্পিউটার বিজ্ঞানের বিশেষ একটি প্রোগ্রামিং যা মানুষের মতো হুবহু কাজ করতে সক্ষম। প্রোগ্রামিংটা এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যেখানে উদ্ভাবিত যন্ত্রটি মানুষের মতো নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে পারে। এটি মানুষের ভাষা বুঝতে, কিছু পরিকল্পনা করতে এমনকি ছোটোখাটো কোনো বস্তু সরাতেও সক্ষম।

মাইক্রোসফটের সহ প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস পৃথিবী বদলে দেওয়া ৬ আবিষ্কারের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে অন্যতম বলে মনে করেন। গুগল, ফেসবুক, অ্যামাজনের মতো বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলো এই প্রযুক্তির উন্নয়নে নানা রকম গবেষণা করে যাচ্ছে। যার ফলে এ কথা বলাই যায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আগামীর পৃথিবীতে ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন সেক্টরে যে বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের দেশেও প্রথমবারের মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ব্যাংকিং চ্যাটবট চালু করেছে বেসরকারি একটি ব্যাংক। এর মাধ্যমে যে কেউ সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসমৃদ্ধ চ্যাটবট রোবটের সঙ্গে চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবেন। অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সাধারণ চ্যাটিংয়ের মতো একটি বিষয় হলো, এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিবর্তে উত্তর প্রদান করবে ইন্টারেক্টিভ সফটওয়্যার।

Artificial Intelligence
Machine Learning
Deep Learning

ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার টেকনোলজি (Distributed Ledger Technology)

ব্লকচেইন একটি তথ্যভাণ্ডার যেখানে একাধিক লেনদেনের তথ্য সংরক্ষিত থাকে। কিছু দিন আগেও ব্যাংকে লেজার ব্যবহার হতো। লেজারের পাতায় লেনদেনের তথ্য থাকে। সব পাতা একত্রিত করে তৈরি হয় লেজার। ব্লকচেইন হচ্ছে একটি ডিজিটাল লেজার (Digital Ledger) যেখানে পর্যায়ক্রমিকভাবে একাধিক ব্লক সংযুক্ত থাকে। এটি এক ধরনের ডিস্ট্রিবিউটেড ডিজিটাল লেজার যেখানে ধারাবাহিকভাবে হ্যাশ (Hash) দ্বারা সংযুক্ত ব্লকের মাধ্যমে লেনদেনসহ বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। এই ডিজিটাল লেজার বা ব্লকচেইনে তথ্য ডিস্ট্রিবিউটেড (Distributed) ও বিকেন্দ্রীয় (Decentralized) অবস্থায় থাকে। বর্তমানে অধিকাংশ উন্নত দেশের ব্যাংকগুলোতে ব্লকচেইনের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথম ব্যাংক যারা তাদের আর্থিক পরিষেবায় এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। এর পরে দক্ষিণ কোরিয়া ও ইংল্যান্ড ছাড়াও ইউএই, কুয়েত, চীন, আমেরিকা, জাপানসহ অনেক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ প্রযুক্তির নতুন এই ব্যবস্থা অনেকাংশে চালু করেছে।

ওপেন ব্যাংকিং (Open Banking)

ওপেন ব্যাংকিংয়ে মূলত শর্ত সাপেক্ষে, নিরাপদে ও বৈদ্যুতিক উপায়ে অর্থ সংক্রান্ত তথ্যসমূহ আদান-প্রদান করা হয়। অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (একটি প্রোগ্রামের সাথে আরেকটি প্রোগ্রামের ডেটা বিনিময়ের উপায়)-এর মাধ্যমে তৃতীয় কোনো পক্ষকে দাপ্তরিকভাবে এই অর্থ সংক্রান্ত তথ্যসমূহ জানার ও এ বিষয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে থাকে এই ব্যবস্থায়। এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা গ্রাহকদের জন্য একটি অন্যরকম সুবিধাজনক বলে মনে করা হয়, কেননা এই পদ্ধতি ব্যাংকের সেবার পরিধিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং গ্রাহকদের ব্যাংকিং কার্যক্রমে দ্রুত অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিচ্ছে। ওপেন ব্যাংকিংয়ের পাইওনিয়ার হলো ইউকে এবং এর পরের অবস্থানে রয়েছে সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, ইউএসএ ও সিঙ্গাপুর।

ডিজিটাল অ্যাকাউন্ট (Digital Account)

নির্দিষ্ট কোনো ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এবং তাদের ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে অনলাইনে গ্রাহক তার ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন অথবা অন্য কোনো ডিভাইসের মাধ্যমে দ্রুত সময়ের মধ্যে এই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। এই ধরনের হিসাব খোলার জন্য গ্রাহকের সশরীরে ব্যাংকে উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। বাড়ি, অফিস কিংবা চলার পথে গাড়িতে বসে এ হিসাব খোলা সম্ভব। একে ভার্চুয়াল ব্যাংক অ্যাকাউন্টও বলা হয়। এটি মূলত পেপারবিহীন অ্যাকাউন্ট ওপেনিং সিস্টেম। ভারতের Axis Bank, ICICI Bank-এ এই ধরনের অ্যাকাউন্ট ওপেনিং সিস্টেম চালু রয়েছে।

ডিজিটাল মুদ্রা (Digital Currency)

ধরা-ছোঁয়া যায় না বিটকয়েন এমন একটি মুদ্রা। তবে এর আর্থিক মূল্য আছে। ডলার, পাউন্ড ও অন্যান্য মুদ্রার মতো বিটকয়েনের মাধ্যমে অনলাইনে কেনাবেচা করা যায়। এর অন্য নাম ডিজিটাল মুদ্রা বা ক্রিপ্টোকারেন্সি। বিটকয়েন নিয়ন্ত্রণের কোনো নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কিংবা কর্তৃপক্ষ নেই এবং এর কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। এটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দুজন ব্যবহারকারীর মধ্যে পিয়ার টু পিয়ার আদান-প্রদান হয়। অবশ্য বিটকয়েন

নিয়ে অনেকের মধ্যে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, পক্ষ-বিপক্ষ রয়েছে। তারপরেও আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মতো বড় বড় দেশগুলোও বিটকয়েনকে স্বাগত জানিয়েছে।

পি-টু-পি পেমেন্ট (P2P Payment)

পারসন টু পারসন (পি২পি) পেমেন্টের অন্য নাম পিয়ার টু পিয়ার পেমেন্ট। এটি একজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কিংবা ক্রেডিট কার্ড থেকে যে কোনো প্রয়োজন মেটাতে অন্য আরেকজনের হিসাবে মোবাইল ফোন অথবা অন্য কোনো অ্যাপ্স-এর মাধ্যমে অনলাইনে টাকা ট্রান্সফার করার পদ্ধতি। এক্ষেত্রে হিসাবধারীকে নির্দিষ্ট কোনো একটি প্লাটফর্মের মাধ্যমে সাইন আপ করে তার অ্যাকাউন্ট কিংবা ক্রেডিট কার্ডে ঢুকতে হবে। এ সময় অনেক ক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য ভেরিফিকেশন ও পাসওয়ার্ডের প্রয়োজন হয়। এরপর যাকে টাকা প্রদান করবেন তার ইউজার নেম, ই-মেইল অথবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তার গন্তব্য খুঁজে পাবেন। এরপর একটা ক্লিকের মাধ্যমে এক মুহূর্তে টাকা পাঠানো সম্পন্ন হবে। এমনকি টাকা প্রদানের বিস্তারিত বিবরণও এখানে উল্লেখ করতে পারবেন। এই পদ্ধতি খুবই সহজ, নিরাপদ ও সময়-সাশ্রয়ী। Venmo, Paypal, Circle Pay ইত্যাদি বর্তমান বিশ্বে অধিক ব্যবহৃত P2P পেমেন্ট অ্যাপস। এই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে একই আদলে আধুনিক কালের অনেক ব্যাংক তাদের দ্রুত পরিশোধ সেবা নিশ্চিত করছে।

আপগ্রেডেড এটিএম (Upgraded ATM)

১৯৬৭ সালে এটিএম আবিষ্কারের পর ব্যাংকিং খাতের টেকনোলজিতে রাতারাতি পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। যার কল্যাণে গ্রাহক খুব সহজেই যে কোনো স্থান থেকে সুবিধামতো টাকা উত্তোলন করতে পারতেন। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এই পদ্ধতি বর্তমানে আরও আধুনিক হচ্ছে। সরাসরি এটিএম মেশিন ব্যবহার না করে শুধুমাত্র একটি স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে এই ট্র্যানজেকশন সম্পন্ন করা যায়। এখানে ফিজিক্যাল ক্যাশের বিষয়টি উহ্য থাকে। মূলত এই পদ্ধতিতে বায়োমেট্রিক অথেনটিকেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। ভারতে কিছু স্থানে এবং কাতার ন্যাশনাল ব্যাংকে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এটিএম হ্যাক থেকে বাঁচার জন্য এই প্রযুক্তি অত্যধিক নিরাপদ।

অনলাইনে দ্রুত সময়ে ঋণ বিতরণ (Faster Online Lending)

ব্যাংকটেক-এর কল্যাণে প্রতিনিয়তই ব্যাংকে প্রতিযোগিতা বাড়ছে। যে কোনো ব্যাংকিং বিষয়ে বিশেষ করে ঋণ আবেদন ও সেগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক বিতরণের জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়া ব্যাংকের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক ব্যাংকগুলো ডিজিটাল লেন্ডিং সিস্টেমের আওতায় ঋণ হিসাব খোলা ও বিতরণের সনাতনি পদ্ধতি বিলুপ্ত করে ঋণ বিতরণের অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করছে। এক্ষেত্রে তারা ব্যাংকিং টেকনোলজির প্রত্যক্ষ সহায়তায় অনলাইন পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছে।

দ্রুত পরিশোধ ব্যবস্থা (Faster Payment System)

এই ব্যবস্থার আওতায় দ্রুত সময়ে সর্বক্ষণ (Round-the-clock) পেমেন্ট সুবিধা পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্লিয়ারিং হাউজের সহায়তায় এই সিস্টেম কার্যকর করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় রিয়েল টাইম পেমেন্ট বা সংক্ষেপে আরটিপি। বর্তমান কালের প্রতিযোগিতার বাজারে গ্রাহককে আকর্ষিত করতে পৃথিবীর বড় ব্যাংকগুলো তো বটেই অনেক ছোট ব্যাংকও ব্যাংকটেকের সহায়তায় এই ধরনের দ্রুত পরিশোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। এতে অত্যল্প সময়ে আন্তঃব্যাংক পরিশোধ সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

রোবো অ্যাডভাইস (Robo Advice)

রোবো অ্যাডভাইস এমন এক ধরনের অনলাইন সফটওয়্যার যার মাধ্যমে একজন ইনভেস্টর স্বল্প সময়ে তার বিনিয়োগের সুচারু সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই সফটওয়্যার থাকার কারণে তাকে আর কোনো ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজরের কাছে যেতে হয় না। ব্যাংকটেকের এসব অত্যাধুনিক আবিষ্কারের কারণে বিনিয়োগ ভাবনার জন্য গ্রাহককে রোবো অ্যাডভাইজরের সান্নিধ্যে গেলেই হয়। রোবো অ্যাডভাইজরের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলে বিনিয়োগকারীর খরচ, মানসিক চাপ অনেকাংশে কমে যায়। রোবো অ্যাডভাইজরের অন্য নাম ফিন্যান্সিয়াল প্ল্যানার। পশ্চিমা দেশগুলোয় বিশেষ করে আমেরিকাতে Investment Banking-এ এই পদ্ধতি বহুল প্রচলিত। Wealthfront, Betterment ইত্যাদি নামকরা কিছু রোবো অ্যাডভাইজর।

পরিধানযোগ্য প্রযুক্তি (Wearable Technologies)

পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্মার্ট ওয়াচ বা স্মার্ট হাতঘড়ি এবং গুগল গ্লাস বেশ জনপ্রিয়। এই ডিভাইসগুলোর মাধ্যমে গ্রাহক খুব সহজেই তার হিসাব নম্বরে প্রবেশ করতে পারে ব্যালান্সসহ বিভিন্ন তথ্য জানার জন্যে। অনেক দেশে এই প্রযুক্তি এতটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সেখানে ওয়্যারেবল মার্কেট করার চিন্তা-ভাবনা করছে। ঐ সমস্ত স্থানে মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এর চেয়ে ওয়্যারেবল প্রযুক্তির ব্যবহার বেশি মাত্রায় বেড়ে যাচ্ছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারকালে সশরীরে ব্যাংকে যাওয়ার প্রয়োজন তো হয়ই না বরং হাঁটতে হাঁটতে কিংবা গাড়ি চালানোর সময় কোনো স্মার্টফোন ছাড়াই গোপনে, নিরাপদে ও সুবিধাজনকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়। অস্ট্রেলিয়ার Bendigo and Adelaide ব্যাংক পরীক্ষামূলকভাবে পরিধানযোগ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। এই ব্যাংকে বর্তমানে Redy নামে একটি মোবাইল ইকোসিস্টেম চালু করেছে যা পরিধানযোগ্য ডিভাইসের সাথে কাজ করে। স্পেনের Banco Sabadell ও CaixaBank ওয়্যারেবল প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে।

প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

প্রযুক্তি ব্যবহারে বিশ্ব ব্যাংকিংয়ের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বর্তমান সময়ে আমাদের দেশীয় ব্যাংকগুলোও সর্বাংশে চেষ্টা চালাচ্ছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যথেষ্ট তৎপর রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের জাতীয় পেমেন্ট সুইচ, আরটিপি সিস্টেম, সিআইবি, ড্যাশবোর্ডের ব্যবহার এ সবই নতুন প্রযুক্তির উদাহরণ। পাশাপাশি তারা সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাংককে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর হতে অব্যাহতভাবে নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছে। ব্যাংকটেকের কল্যাণে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে নিভৃত পল্লী এলাকাতেও ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে যাচ্ছে। ব্যাংকের শাখা স্থাপন না করেও ঐসব স্থানে শুধুমাত্র প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এজেন্টদের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে সরাসরি লেনদেন সম্পন্ন করা যাচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে। এক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতির জন্য দেশীয় ব্যাংকগুলোকে যেমন হতে হবে উন্নত প্রযুক্তিমুখী, পাশাপাশি এসব কার্যক্রমে গ্রাহক অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকেও গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে।

আগামীর কথা

এটা নিশ্চিত যে আগামী বছরগুলোতে প্রযুক্তিগত কারণে বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হবে। নগদ টাকার ব্যবহার ক্রমাগতভাবে কমতে থাকবে, অন্যদিকে ডিজিটাল কারেন্সি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। গ্রাহকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ও নতুন নতুন ডিভাইস ব্যবহারের প্রবণতা বেড়ে যাবে। ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার কমে আসবে। লেনদেনের জন্য গ্রাহকগণ ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের ওপর নির্ভর করবে। প্রযুক্তি-নির্ভর ব্যাংকগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স ও চ্যাটবট প্রযুক্তির সুবিধা নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। সময়ের সাথে এ বিষয়গুলোকে যারা সহজে আয়ত্তে আনতে পারবে, নিঃসন্দেহে সেসব ব্যাংকই আগামী দিনগুলোতে বিশ্ব ব্যাংকিং প্রযুক্তি প্রতিযোগিতায় সফলভাবে টিকে থাকবে।

কমনসেন্স, ডিউ ডিলিজেন্স ও অ্যাটিচ্যুড

শেখ মকবুল আহমেদ
মহাব্যবস্থাপক
বিডিএমডি, 'ল ও কমন সার্ভিসেস ডিভিশন
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

কমনসেন্স, ডিউ ডিলিজেন্স ও অ্যাটিচ্যুড এই তিনটি শব্দ ব্যাংকে বেশ প্রয়োজনীয় এবং অতি পরিচিত। কিন্তু এই তিনটি শব্দের ব্যাপকতা অসীম। ব্যাংকে প্রতিনিয়ত আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করতে হয়। ব্যাংকের প্রতিটি কাজই অর্থসংশ্লিষ্ট। আমরা যারা ব্যাংকে কর্মরত আছি তাদের এই শব্দগুলোর অর্থ ভালোভাবে জানা, তদানুযায়ী চলা ও কাজ করা অতি আবশ্যক। কারণ ব্যাংকের কোনো শাখায় Fraud-Forgery বা যে কোনো অনিয়ম সংঘটিত হওয়ার পর আমরা দেখতে পাই সংশ্লিষ্ট শাখাপ্রধান ও কর্মকর্তা কর্তৃক যদি কমনসেন্স, ডিউ ডিলিজেন্স প্রয়োগ করা হতো তাহলে ঘটনাটি সংঘটিত হতো না। তাই ব্যাংকে কর্মরত সকলে যদি এই বিষয়ে অবগত হয়ে ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করে, তবে যে কোনো অঘটন ঘটা প্রায় অসম্ভব।

সাধারণ বুদ্ধি বা কমনসেন্স (Common sense)

আমরা সবাই পাঁচটি ইন্দ্রিয় নিয়ে জন্মেছি- স্পর্শ, স্বাদ, দৃষ্টি, ঘ্রাণ ও শ্রুতি। কিন্তু সকল মানুষের আর একটি ষষ্ঠতম ইন্দ্রিয় আছে তা হলো- Common sense বা সাধারণ বুদ্ধি। এই সাধারণ বুদ্ধি 'শিক্ষার ফলশ্রুতি নয়', শিক্ষা ব্যতিরেকে এটি লাভ করা যায়। সাধারণ বুদ্ধি ব্যতিরেকে শ্রেষ্ঠতম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও বিশেষ ফলপ্রসু হয় না। প্রখর Common sense বা সাধারণ বুদ্ধির নামই প্রজ্ঞা। কমনসেন্স-এর বিশেষ কোনো বই নেই। কারণ কমনসেন্স-এর পরিধি এত ব্যাপক যে কেউ এই বই লিখে শেষ করতে পারবেন না।

Common sense বা সাধারণ বুদ্ধি অর্থ 'বাস্তব অবস্থাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করা এবং সে অনুসারে যেভাবে কাজ করা উচিত, সেইভাবে কাজ করা।' Common sense অর্থ সাধারণ বুদ্ধি বা সাধারণ জ্ঞান বা কাণ্ড জ্ঞান। Common sense বলতে বুঝায় 'Sound and prudent judgment based on a simple perception of the situation।' অথবা অন্যভাবে বলা যায়, 'Common sense is sound practical judgment concerning everyday matters or a basic ability to perceive , understand and judge that is common to nearly all people।' কমনসেন্স ব্যক্তিকে সুরক্ষা করে। Common sense না থাকায় বা Common sense প্রয়োগ না করায় একজন ব্যক্তি বিপদগ্রস্থ হতে পারে।

ব্যাংকে যে সকল বিষয়াদি কমনসেন্স-এর ঘাটতির নির্দেশক

১. ব্যাংকের সাইনবোর্ড বিবর্ণ ও নোংরা, অফিসে/শাখার অভ্যন্তরে ফাইল, কেবিনেট, আলমারি ইত্যাদির ওপর ধুলো ময়লা পড়ে থাকা যা কারো নজরে না আসা। ২. কোনো অনুষ্ঠানের মঞ্চে উর্ধ্বতন নির্বাহীগণের চেয়ারে বসা। ৩. অফিসে বা শাখার ফ্লোরে যত্রতত্র ভাউচার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা। ৪. কোনো উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে তার চেয়ারে বসা। ৫. অফিস বা শাখা হতে বদলী হয়ে চলে যাওয়ার পর কোনো কারণে ঐ কার্যালয়ে বা শাখায় এসে কর্মকর্তার চেয়ারে বসা। ৬. গার্ড বা আনসারগণ কী করতে পারবেন, কী করতে পারবেন না তা তাদেরকে না জানানো। সময়মতো তাদেরকে নিরাপত্তা বিষয়ে সতর্ক না করা। ৭. ফেসবুকে ব্যাংকের সমালোচনা করা। কর্তৃপক্ষীয় কোনো সিদ্ধান্তের বিপক্ষে লেখা, কমেন্টস করা, স্ট্যাটাস দেওয়া। ৮. অফিস সময়ের পূর্বেই অফিসের চেয়ার, টেবিল, ফ্লোর পরিষ্কার না করে অফিস সময়ে বা ঠিক অফিস সময় শুরুর মুহূর্তে পরিষ্কার করা। ৯. অফিস বা কার্যালয়ে বা শাখার পাপোশ ছেঁড়াফাটা/নোংরা, টয়লেট, বেসিন নোংরা, তোয়ালে নোংরা এসব বিষয়ে দৃষ্টি না পড়া। ১০. শাখার নথিপত্র, রেকর্ড যত্রতত্র ছড়ানো অবস্থায় রাখা, গুছিয়ে না রাখা। ১১. গার্ড/আনসারদের জুতা, স্যান্ডেল শাখার গেইটের পাশে জনসম্মুখে রাখা। ১২. অফিস/কার্যালয়ের গেইটের পাশে চেয়ারে বসে গার্ড/আনসার কর্তৃক মোবাইল ফোন ব্যবহার করা, গ্রাহকের জমার বই, চেক লিখে দেয়া যা শাখাপ্রধানও কর্মকর্তার নজরে না আসা। ১৩. শাখার কোনো বিশিষ্ট গ্রাহকের প্রতিনিধির যথাযথ পরিচিতি সংরক্ষণ না করা, গ্রাহকের পত্রের সঠিকতা যাচাই না করা। ১৪. অফিস সময়ে ফেসবুক, টুইটার, ইন্টারনেট ব্যবহার করা। ১৫. সঠিক কাজ, সঠিক সময়ে, সঠিকভাবে না করা। ১৬. একই সাথে একের অধিক কাজে হাত দেওয়া, Priority basis-এ কাজ না করা। ১৭. শাখার কর্মকর্তাগণ কী কী কাজ Pending রাখছেন তা শাখাপ্রধান কর্তৃক খোঁজ/তল্লাশ না করা। ১৮. দায়েরকৃত মামলার ফলোআপ না করা, আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ না রাখা, Suit File Register-এ তথ্যাদি লিপিবদ্ধ না করা। ১৯. কোনো সভায় বা উর্ধ্বতন নির্বাহী/কর্মকর্তার চেম্বারে উপস্থিত হয়ে মোবাইল ফোন সাইলেন্ট না করা এবং অনুমতি না নিয়ে মোবাইল ফোনে আলাপ করা। ২০. অফিস সময়ে টেলিফোনে বা মোবাইল ফোনে দীর্ঘসময় আলাপ করা। ২১. ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই বিষয়ে আলাপ করা। উর্ধ্বতন নির্বাহী/শাখা ম্যানেজার/কর্মকর্তাকে নিজের মতো করে পরিচালনার চেষ্টা করা। ২২. উর্ধ্বতন নির্বাহী/কর্মকর্তার অনুমতি না নিয়ে ব্যক্তিগত ওয়াশরুম ব্যবহার করা। ২৩. উর্ধ্বতন নির্বাহী/কর্মকর্তার সাথে আলাপকালে কাজের অগ্রগতির বিষয়ে 'সম্ভাবনা' এর কথা না বলে কেবলই 'সমস্যা'র কথা বলা। ২৪. অফিস ত্যাগের সময় সকল সুইচ বন্ধ না করা। ২৫. টেলিফোন করে নিজের পরিচয় না দিয়ে কথা শুরু করা। যিনি ফোন করলেন তার শোনার আগেই নিজের কথা বলতে শুরু করা। ২৬. শাখাপ্রধান কর্তৃক প্রতিদিনের ভাউচার পরের দিন সকালে পরীক্ষা না করা। ২৭. শার্টের বোতাম খোলা থাকলেও নজরে না আসা। জিন্সের প্যান্ট, কেড্স, গেঞ্জি পরে অফিসে আসা। ২৮. শাখার অবস্থান কোনো ফুটওভার ব্রিজ সংলগ্ন কিনা কিংবা শাখার আশেপাশে এমন কিছু স্থাপনা রয়েছে কিনা যা শাখার নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তা শাখাপ্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নজরে না আসা। ২৯. শাখাপ্রধানের অনুমতি ব্যতিরেকে ছুটির দিনে বা অন্যান্য দিনে অফিস সময়ের পর কেউ দীর্ঘ সময় অফিসে কাজ করলেও শাখাপ্রধানের নজরে না আসা। ৩০. বন্ধকীতব্য সম্পত্তি পরিদর্শনে গিয়ে আশেপাশে খোঁজ/তল্লাশ না করা। ৩১.সার্কুলার/নির্দেশনা পত্র/ম্যানুয়াল ইত্যাদি না পড়া ও শাখায় সকলকে না পড়ানো ও না জানানো। ৩২. জেনারেটরের ওপর গার্ড/আনসারদের কাপড়-চোপড় ঝুলিয়ে রাখা। জেনারেটর রুমে পুরাতন কাগজপত্র/ পুরাতন ফার্নিচার রাখা। কমনসেন্স-এর এ রকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। তাই সময়মতো কমনসেন্স-এর প্রয়োগ করে যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত আর্থিক ক্ষতি হতে ব্যাংককে নিরাপদ রাখা যায় এবং ব্যক্তি তার নিজেকেও সুরক্ষা করতে সক্ষম হয়।

কীভাবে Common sense বা সাধারণ বুদ্ধি বাড়ানো যায়

মূলত কমনসেন্স বাড়ানোর Exact কোনো উপায় নেই। কমনসেন্স বিষয়টা মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে শেখে। কমনসেন্স বলতে কিছু সাধারণ জ্ঞানকেই বোঝানো হয়, যা মানুষ নিত্য চলার পথে, নানাবিধ পরিস্থিতির বা ঘটনার দ্বারা শিখে নেয়। একইভাবে বিভিন্ন অবস্থায় এর প্রয়োগ করে থাকে। যে বিশেষ কয়েকটি পদ্ধতিতে কমনসেন্স বাড়ানো যায় তা নিম্নরূপ:

১। প্রধান কার্যালয়ের সকল নির্দেশনা পত্র, সার্কুলার, ম্যানুয়েল, ত্রৈমাসিক বুলেটিন ইত্যাদি নিজে পড়া ও শাখার সকলকে পড়ানো। ২. Awareness programs-এর আওতায় কার্যালয় বা শাখায় কর্মরত সকল নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়ে সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক সভা করে আলোচনা করা। ৩. সাধারণ জ্ঞানের বই পড়া, সংবাদপত্র, কারেন্ট নিউজ, কারেন্ট এফেয়ার্স বা শিক্ষামূলক বই পড়া।

৪. শিক্ষামূলক ছবি দেখা, টিভির সংবাদ দেখা, ইন্টারনেটে সংবাদ বিষয়ক সাইট ব্রাউজ করা। ৫. নিজের চেয়ে বেশি জানে এমন মানুষের সাথে চলাফেরা করা। ৬. সমাজের বা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষগণ কোন পরিস্থিতিতে কেমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা লক্ষ্য করতে হবে। সর্বদা নিজের চারপাশের পরিবেশ নিয়ে সজাগ থাকতে হবে, তা হলেই যথেষ্ট। ৭. কিভাবে কী হয়, কোথায় কী ভুল হয়, তা জানা এবং জানার অবিরত চেষ্টা থাকা চাই। ৮. ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন মানুষের সাথে চলাফেরা করা , নেতিবাচক মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা। ৯. বিভিন্ন কনফারেন্সে ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ কর্তৃক যে সকল বিষয় আলোচনা করা হয় এবং যে সকল নির্দেশনা দেওয়া হয় তা শাখার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণকে অবহিত করা। ১০. কমনসেন্স বাড়ানোর জন্য কমনসেন্স রয়েছে এমন মানুষের সাথে মেলামেশাটা খুবই জরুরি। কেননা মানুষই মানুষের কাছ থেকে শিখতে পারে। তাই বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার/বয়সের মানুষের সাথে মিশতে হবে। তাদের ভালো ভালো দিকগুলো অনুসরণ করতে হবে। একজন রিক্সাচালক বা একজন অশিক্ষিত মানুষের কাছ থেকেও ভালো কিছু শেখার সুযোগ রয়েছে।

Due
Diligence

ডিউ ডিলিজেন্স (Due diligence)

Due diligence বলতে বুঝায় 'With due care and attention।' Due diligence বলতে আরও বুঝায়-
১. যথাযথ তদন্ত করা। ২. যথাযথ তৎপরতা, উপযুক্ত পদক্ষেপ, যথাযথ অনুসন্ধান। ৩. যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা । ৪. উপযুক্ত মূল্যায়ন। ৫. সমস্ত দিক ভালোভাবে খতিয়ে দেখা।

কার্যালয় বা শাখায় দৈনন্দিন প্রতিটি কার্য সম্পাদনে Due diligence প্রয়োগ করতে হয়। যদি কোনো নির্বাহী/কর্মকর্তা Due diligence প্রয়োগ না করে কার্য সম্পাদন করেন তাহলে কাজটি যথাযথভাবে যথানিয়মে যথাসময়ে সম্পাদন নাও হতে পারে। ভবিষ্যতে যে কোনো ভুল-ভ্রান্তি উদ্‌ঘাটিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে।

idea
testing
being
logic
skills
best
psychological
think
possible
research
success
philosophy
positive
negative
target
health
pessimism
psychology
one
failure
attitude
theory
optimists
mind
optimism
style
thinking
life
argue
mindset
people
explanatory

অ্যাটিচ্যুড বা মনোভাব (Attitude)

Attitude বলতে বুঝায় 'Attitude are feeling and beliefs that largely determine how employee will perceive their environment, commit themselves to intended actions and ultimately behave' অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা অবস্থার প্রতি কোনো ব্যক্তির অনুকূল বা ইতিবাচক, প্রতিকূল বা নেতিবাচক মূল্যায়নমূলক অবস্থাকেই Attitude বা মনোভাব বলে। আমার প্রতিষ্ঠানটি ভালো বা ভালো নয়, আমার কলিগগণ বা আমার সিনিয়রগণ সদয় ও সহানুভূতিশীল বা স্বার্থপর এ রকম কথা যদি কেউ উচ্চারণ করে তখন সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তার মনোভাবকেই প্রকাশ করে।

মনোভাব ইতিবাচক হতে পারে আবার নেতিবাচকও হতে পারে। প্রকৃত কথা হলো কোন ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অনুভূতিকে মনোভাব হিসাবে গণ্য করা হয়।

একজন ব্যক্তির জীবনে বা প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের সর্বত্র প্রয়োজন ব্যক্তির Attitude বা মনোভাব। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নির্বাহী, ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের মনোভাবের ওপর। সাফল্যের ভিত্তি হচ্ছে মনোভাব। দায়িত্ব পালনের উপযোগী মনোভাব না থাকলে কোনো ব্যক্তি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুভাবে সম্পাদনে অক্ষম। ব্যাংকের প্রতিটি কাজ সম্পাদনে প্রয়োজন 'পজেটিভ মনোভাব।' একটি প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত গুণসম্পন্ন মানুষ (TQP- Total Quality People) তারাই যাদের চরিত্র আছে, সততা আছে, মূল্যবোধ আছে আর সর্বোপরি আছে ইতিবাচক মনোভাব (Positive Attitude)। প্রতিষ্ঠানের একজন মানুষের মনে কাজ করার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেই তিনি গ্রাহকের সাথে 'অনুগ্রহ করে', 'ধন্যবাদ' ও 'মৃদু হাসি' ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবেন। কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের উপযোগী মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী বা অ্যাটিচ্যুড না থাকলে তারা যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করতে পারবেন না। যারা যে কোনো সমস্যায় ইতিবাচক চিন্তা করেন তারা বাধা-বিপত্তিকে সাফল্যের সোপান হিসেবে গ্রহণ করেন।

কীভাবে ইতিবাচক মনোভাব গঠন করা যায়

১। কাজ এখনই শেষ করার অভ্যাস আয়ত্ত করা। ২. কৃতজ্ঞ হওয়ার মানসিকতা তৈরি করা। ৩. ক্রমাগত শিক্ষা গ্রহণের মনোভাব সৃষ্টি করা। ৪. ইতিবাচক আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে তোলা। ৫. নেতিবাচক প্রভাব থেকে দূরে থাকা। ৬. যে কাজ করতে হবে সেই কাজকে ভালবাসতে শেখা। ৭. ইতিবাচক ভাবনা দিয়ে দিন শুরু করা।

উপসংহার

Common sense ও Due diligence প্রায় সমার্থক শব্দ। আমরা এর সাথে যোগ করবো আমাদের Attitude বা মনোভাব। পজেটিভ অ্যাটিচ্যুড থাকলে তবেই আমরা পড়বো, আমরা শিখবো, আমরা করবো।

মেধা, সক্ষমতা ও যোগ্যতার সমন্বয়ে আমরা হয়ে উঠবো একজন অনন্য মানুষ, হয়ে উঠবো এক একজন কর্মী সম্পদ। 'মেধা' হচ্ছে দ্রুত শেখার সক্ষমতা। আর শিক্ষাকে দ্রুত কাজে লাগানোর দক্ষতাকে বলা হয় 'সক্ষমতা'। যে বিষয়ে শিক্ষা নেয়া হয়েছে তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার আকাঙ্ক্ষা ও সক্ষমতা যদি থাকে, তবে তাকেই বলে 'যোগ্যতা'। আর 'আকাঙ্ক্ষা' হচ্ছে এমন একটি মানসিক অবস্থা যার সাহায্যে একজন দক্ষ মানুষ যোগ্য মানুষ হয়ে ওঠে।

অজ্ঞতা মানুষকে সুখী করে না। অজ্ঞতার অর্থ দুঃখ, বিপদ, দারিদ্র ও অসুস্থতা। অজ্ঞতা থেকে ভয়, গোঁড়ামি, অজুহাতের উৎপত্তি। তাইতো বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলেছিলেন, 'কোনো কোনো বিষয়ে অজ্ঞ হওয়ার মধ্যে কোনো লজ্জা নেই কিন্তু কোনো করণীয় কাজের সঠিক পদ্ধতিটি আয়ত্ত করার অনিচ্ছা প্রকৃতই লজ্জাকর।'

সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনায় কমনসেন্স, ডিউ ডিলিজেন্স ও অ্যাটিচ্যুড কী, কীভাবে আয়ত্ত করা যায়, কীভাবে কোথায় প্রয়োগ করা যায় এ বিষয়গুলো অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে। ব্যাংকের উন্নয়নে ইতিবাচক মনোভাব (Positive Attitude) নিয়ে কমনসেন্স বা ডিউ ডিলিজেন্স প্রয়োগ করে প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করা হলে ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান হবে নিরাপদ, একই সাথে একজন ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীও নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হবেন।

পদোন্নতি

মোঃ জসীম উদ্দিন-এর প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে ডিএমডি হিসেবে যোগদান

মোঃ জসীম উদ্দিন সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি জনতা ব্যাংক লিমিটেডে মহাব্যবস্থাপক পদে কর্মরত ছিলেন। মোঃ জসীম উদ্দিন ১৯৮৮ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে জনতা ব্যাংকে যোগদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। তিনি জনতা ব্যাংক লিমিটেডে মাঠ পর্যায়ে শাখাব্যবস্থাপক, প্রধান কার্যালয়ে উল্লেখযোগ্য ডিপার্টমেন্ট ও ডিভিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

মোঃ জসীম উদ্দিন ১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেশে ও বিদেশে ব্যাংক সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ ইদ্রিছ-এর রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে ডিএমডি হিসেবে যোগদান

মোহাম্মদ ইদ্রিছ সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি জনতা ব্যাংক লিমিটেডে মহাব্যবস্থাপক পদে কর্মরত ছিলেন। মোহাম্মদ ইদ্রিছ ১৯৮৯ সালে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে জনতা ব্যাংকে যোগদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। তিনি জনতা ব্যাংক লিমিটেডে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার পাশাপাশি এরিয়া প্রধান, প্রধান কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট ও ডিভিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রি এবং একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

মোহাম্মদ ইদ্রিছ ১৯৬৩ সালে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেশে ও বিদেশে ব্যাংকিং বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

মোঃ আব্দুল জব্বার
জনতা ব্যাংক লিমিটেডের নতুন ডিএমডি

মোঃ আব্দুল জব্বার সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে জনতা ব্যাংক লিমিটেডে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি একই ব্যাংকে মহাব্যবস্থাপক পদে কর্মরত ছিলেন। মোঃ আব্দুল জব্বার ১৯৮৮ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে অত্র ব্যাংকে যোগদান করেন। তিনি জনতা ব্যাংক লিমিটেডের মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন শাখার প্রধান, এরিয়া ও বিভাগীয় প্রধান এবং প্রধান কার্যালয়ের আরসিডি-১, আরসিডি-২, ল', এসএমই ডিপার্টমেন্ট ছাড়াও টি অ্যান্ড এফটিডি, এমসিডি এবং ক্রেডিট ডিভিশনের প্রধান হিসেবে প্রায় ৩০ বছর যাবৎ নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞানে অনার্সসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

মোঃ আব্দুল জব্বার ব্যক্তিগত ও ব্যাংকিং বিষয়ে জাপান, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশে একাধিক প্রশিক্ষণ কোর্স ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

মোঃ আব্দুল জব্বার ১৯৬৪ সালে সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ আমিন উদ্দীন মোড়ল এবং মাতার নাম মিসেস তারা বানু। তিনি এক কন্যা সন্তানের জনক।

সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রান্তিকে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি পেলেন যাঁরা

মোঃ আমীর আলী

রেজিনা পারভীন

দেলওয়ারা বেগম

মাসফিউল বারী

সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

মোস্তফা ছাইফুল হক
উপমহাব্যবস্থাপক
হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষতাকে বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থ হলো কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা তথা চরিত্রনিষ্ঠা। ব্যক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং তাদের সম্মিলিত লক্ষ্যই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

শুদ্ধাচারের ধারণাটি সুশাসনের (Good governance) ধারণা থেকে উদ্ভব। শুদ্ধাচার সুশাসনের পূর্বশর্ত এবং একে অপরের পরিপূরকও বটে। সুশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে- স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, স্বাধীন প্রচার মাধ্যম, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, জনবান্ধব প্রশাসন, সমতা, জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা, দক্ষতা ইত্যাদি।

প্রথমত, একজন মানুষের নৈতিকতা শিক্ষা শুরু হয় তার অন্যতম প্রতিষ্ঠান পরিবার থেকে। পরের ধাপে রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নৈতিক জীবন গড়ার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অপরিসীম। তৃতীয় ধাপে রয়েছে তার কর্মস্থল; এখানে নৈতিকতা শিক্ষার যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোই একজন প্রকৃত মানুষের কাজ। রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানেই শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। বিশেষ করে আর্থিক সেক্টরে শুদ্ধাচার অনুশীলন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আর্থিক সেক্টর একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ সেক্টর। আর্থিক কর্মকাণ্ড নিয়ে সকল বিষয় আবর্তিত হয় বিধায় এখানে বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, অসাধুতা, অনৈতিকতার চর্চা যেকোনো মূল্যে প্রতিরোধ প্রয়োজন।

ব্যাংক জনগণ, জনগণের অর্থ বা অর্থের সমমূল্য পণ্যসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড নিয়ে কাজ করে। কাজেই মানসম্মত গ্রাহকসেবা ও বিশ্বাসযোগ্যতা দুটোই ব্যাংকের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্রাহকসেবার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা, নিরাপত্তা, গোপনীয়তা প্রভৃতি মৌলিক আদর্শ ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা বা চর্চা নিশ্চিত করা হলে ব্যাংক তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। অতএব ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চা ও প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে আন্তরিক এবং নিবেদিত হতে হবে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নকে একটি মহতী উদ্যোগ বিবেচনা করে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বাস্তবায়নের জন্য জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ে সিইও অ্যান্ড এমডি মহোদয়কে প্রধান করে একটি 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের সকল নিয়ন্ত্রণকারী অফিস ও শাখা পর্যায়েও নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের নৈতিকতা কমিটির নেতৃত্বে এ সকল কমিটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সকল নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে থাকে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড প্রথম হতেই জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে দৃঢ়তার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের দিকনির্দেশনায় এবং নৈতিকতা কমিটির সরাসরি তত্ত্বাবধানে এইচআর ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রতিবছর শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মপরিকল্পনা অনুসারে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে

- ➢ প্রতি তিন মাস পরপর নৈতিকতা কমিটির সভা হয়ে থাকে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুসারে কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণপূর্বক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।
- ➢ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধাচার বই হতে প্রতিবছর ৪টি নৈতিকতা বিষয়ক ছড়া প্রকাশ করা হয়।
- ➢ শুদ্ধাচার বিষয়ে কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্টাফ কলেজের মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মশালার পাশাপাশি ৩ বা তদূর্ধ্ব কোর্সে 'ব্যক্তি জীবনে ও কর্মজীবনে সততা ও নৈতিকতা' বিষয়ক একটি সেশন পরিচালনা করা হয়ে থাকে।
- ➢ শুদ্ধাচার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সকলকে অবগত ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতিবছর শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সারাদেশে কমপক্ষে ৮টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে।
- ➢ অত্র ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও ডিভিশনাল অফিসসহ নৈতিকতা কমিটি রয়েছে এমন অফিস/শাখাসমূহে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সততা ও নৈতিকতা বিষয়ক অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।
- ➢ ২০১৭ সাল হতে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। পুরস্কার প্রণোদনা হিসেবে এক মাসের মূল বেতন এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।
- ➢ অনিয়ম ও দুর্নীতি দূর করতে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ব্যাংকের সকল কাজে স্বচ্ছতা আনয়ন করা এবং ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডে অধিকতর দক্ষতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা প্রদানে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।
- ➢ ব্যাংকিং বিধিবিধান পরিপালন ব্যবস্থা জোরদার ও উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বিদ্যমান নীতিমালা যুগোপযোগী করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আবশ্যিকভাবে অনুসরণীয়

- ✓ গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন বা গ্রাহকসেবা প্রদানে যত্নশীল হওয়ার পাশাপাশি মহিলা ও সিনিয়র সিটিজেনকে সম্মান ও দ্রুত সেবা প্রদান করা।
- ✓ ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাংকের নিয়মকানুন মেনে চলা এবং গ্রাহকসহ অন্যদেরকেও মেনে চলার জন্য উৎসাহিত করা। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পলিসি/নীতিমালা যেমন: চাকরিবিধি, অর্পিত প্রশাসনিক ক্ষমতা, ফিন্যান্সিয়াল ডেলিগেশন পাওয়ার, ট্রেনিং পলিসি, আইটি পলিসি, কোর রিস্ক ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত থাকা।
- ✓ সময়ে সময়ে যে সকল সার্কুলার জারি করা হয় তা সবাইকে অবগত করা এবং যথাযথভাবে পরিপালন করা।
- ✓ তথ্য অধিকার আইন, শুদ্ধাচার, ইনোভেশন , ব্যাংক কোম্পানি আইনসহ অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতিমালা মেনে চলা।
- ✓ শুধু কর্মজীবনে নয় ব্যক্তি ও পারিবারিকভাবেও শুদ্ধাচার পরিপালন করা।
- ✓ সর্বোপরি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল'-এর আলোকে জনতা ব্যাংক লিমিটেডে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ব্যাংকের সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের অংশগ্রহণ করা।

NIS
National
Integrity
Strategy

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে মিলাদ মাহ্‌ফিল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার ৭৩তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহ্‌ফিলের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক কে. এম. সামছুল আলম এবং ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার লড়াইয়ের পথকে নির্বিঘ্ন করার জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

মিলাদ মাহ্‌ফিলে ব্যাংকের ডিএমডি, জিএমসহ সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ব্যাংকের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কল্যাণকামী ব্যাংকিং

মানবতার সেবায় জনতা ব্যাংক লিমিটেড

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিএসআর কর্মসূচির আওতায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ১০০ জন দরিদ্র ও অসহায় রোগীর চিকিৎসার জন্য জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ হতে পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে (রক্তদান কর্মসূচি) ১৫,৪৫,৫০০/- (পনের লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকার পে-অর্ডার হস্তান্তর করেন।

এ সময় জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ, ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন, সিএফও এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ এসিসিএ, জেনারেল ম্যানেজার খন্দকার আতাউর রহমান এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোঃ জয়নাল আবেদিন উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ

জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকায় ফাউন্ডেশন কোর্স

Janata Bank Staff College, Dhaka
Foundation Course for Officers

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ সম্প্রতি জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকায় ৩০ কর্মদিবস মেয়াদী ‘Foundation Course for Officers’ (ব্যাচ নং-০৭/২০১৯)-এর উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে ব্যাংকের মোট ২৫ জন শিক্ষানবীশ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিইও অ্যান্ড এমডি প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে সততা, নিষ্ঠা ও নৈতিকতার সাথে ব্যাংকিং পেশায় নিজেদেরকে গড়ে তোলার পরামর্শ প্রদান করেন। জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকার প্রিন্সিপাল (জিএম) কাজী গোলাম মোস্তফাসহ অন্যান্য নির্বাহী ও অনুষদ সদস্যবৃন্দও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক রিজিওনাল স্টাফ কলেজ, রাজশাহীতে জেনারেল ক্রেডিট কোর্স

Janata Bank Regional Staff College, Rajshahi
General Credit Course (Batch No.03/19)
(14 -19 September/2019)

জনতা ব্যাংক রিজিওনাল স্টাফ কলেজ, রাজশাহীতে ১৪/০৯/২০১৯ তারিখ থেকে ১৯/০৯/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ৬ দিনব্যাপী General Credit শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (Batch No. 03/19) অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের এবং কুষ্টিয়া এরিয়ার বিভিন্ন শাখা হতে মোট ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোঃ আখতারুজ্জামান এবং স্টাফ কলেজের ডিজিএম ড. আহমাদ আজিজ আহসান উপস্থিত ছিলেন।

এইচএসসি ২০১৯-এ গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেলো যারা

তথ্যাদি	ছবি
নাম - ফারিহা জামান অরিন পিতা - মোঃ আখতারুজ্জামান মহাব্যবস্থাপক বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী মাতা - খাওলা আক্তার জাহান কলেজ - ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ রংপুর।	
নাম - আফিয়া মাসুদা পিতা - মোঃ খান আল মাসুদ রানা এসপিও (ব্যবস্থাপক) ভোলা প্রধান শাখা, ভোলা মাতা - নাসিমা আকতার কলেজ - ভোলা সরকারি কলেজ, ভোলা।	
নাম - লামইয়া তাসফিয়া মাতা - মোছাঃ মাসুদা খাতুন সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার-আইটি এরিয়া অফিস, রাজশাহী পিতা - মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন কলেজ - রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।	
নাম - অপূর্ব সাহা মাতা - বকুল বালা রায় প্রিন্সিপাল অফিসার এরিয়া অফিস, কিশোরগঞ্জ পিতা - মদন গোপাল সাহা কলেজ - নটরডেম কলেজ, ঢাকা।	
নাম - সানজিদা আক্তার পিতা - খাজা এম.এ. রশিদ সিনিয়র অফিসার ফরেন এক্সচেঞ্জ অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা মাতা - গুলশানা পারভীন কলেজ - হলিক্রস কলেজ, ঢাকা।	
নাম - মোঃ আরিফ আনজুম রিফাত পিতা - মোঃ ইসরাফিল সিনিয়র অফিসার কাটাখালি বাজার শাখা, রাজশাহী। মাতা - উম্মে হানী কলেজ - রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী	

তথ্যাদি	ছবি
নাম - উর্মিলা নাগ পিতা - রাখাল রঞ্জন নাগ সহকারী মহাব্যবস্থাপক শেখ মুজিব রোড কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম মাতা - মিথু চৌধুরী নাগ কলেজ - চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।	
নাম - মোঃ জাহিদুর রহমান পিতা - মোঃ আতাউর রহমান সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার এরিয়া অফিস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ মাতা - মোসাঃ বদরুন নেসা কলেজ - রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।	
নাম - জিয়ান শিরীন রাহা মাতা - বিলকিস শিরীন সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার এরিয়া অফিস, ময়মনসিংহ পিতা - প্রফেসর মোঃ জাকির হোসেন কলেজ - সরকারি মুমিনুন্নিসা মহিলা কলেজ ময়মনসিংহ।	
নাম - ময়ূখ চৌধুরী পিতা - সঞ্জীব চৌধুরী সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (পিআরএল) এরিয়া অফিস, চট্টগ্রাম-এ, চট্টগ্রাম মাতা - গীতা প্রভা সেন স্কুল - চট্টগ্রাম গভঃ সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।	
নাম - অভয় রায় পিতা - গোপাল চন্দ্র রায় সিনিয়র অফিসার এরিয়া অফিস, দিনাজপুর মাতা - শিল্পী রানী রায় কলেজ - নরেটো স্কুল, ঢাকা।	
নাম - প্রীতম বিশ্বাগ্রী পিতা - কাঞ্চন বিশ্বাগ্রী সিনিয়র অফিসার এরিয়া অফিস, চট্টগ্রাম-এ মাতা - চুমকী বিশ্বাগ্রী কলেজ - চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।	

এইচএসসি ২০১৯-এ গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেলো যারা

তথ্যাদি	ছবি
নাম - আফিয়া ইসলাম প্রমি মাতা - সাহনারা বেগম সিনিয়র অফিসার রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা পিতা - মোঃ আমিনুল ইসলাম কলেজ - আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা।	
নাম - মোসাঃ আনজির পিতা - মোঃ আনিচুর রহমান অফিসার এরিয়া অফিস, পটুয়াখালী মাতা - মোসাঃ মাহফুজা বেগম কলেজ - বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ বরিশাল।	
নাম - শাহ মোঃ আহসানুল হক পিতা - শাহ মোঃ আমিনুল হক এওজি-২ এরিয়া অফিস, পটুয়াখালী মাতা - ফেরদৌসি আকতার কলেজ - পটুয়াখালী সরকারি কলেজ, পটুয়াখালী।	

তথ্যাদি	ছবি
নাম - তাসনিয়া অনিকা পিতা - মোঃ আশরাফুজ্জামান অফিসার কাদিরগঞ্জ শাখা, রাজশাহী মাতা - আরজুমান আশরাফ কলেজ - নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী।	
নাম - আসিফ মাহমুদ হক ইমন পিতা - মোঃ সামসুল হক অফিসার-টেলার দিনাজপুর কর্পোরেট শাখা, দিনাজপুর মাতা - মোছাঃ আনজুমান আরা বেগম কলেজ - রংপুর ক্যাডেট কলেজ, রংপুর।	

এসএসসি ২০১৯-এ গোল্ডেন জিপিএ-৫ প্রাপ্তির আরও খবর

নাম - সৈয়দা সাদিয়া পিতা - সৈয়দ আব্দুস সালাম সহকারী মহাব্যবস্থাপক দিনাজপুর কর্পোরেট শাখা, দিনাজপুর মাতা - মোছাঃ মাহফুজা বেগম বিদ্যালয় - ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ রংপুর।	
নাম - মোঃ জুনায়েদুল ইসলাম খান পিতা - মোঃ ফখরুল ইসলাম খান সিনিয়র অফিসার মতিঝিল কর্পোরেট শাখা, ঢাকা মাতা - আসমা বেগম বিদ্যালয় - বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা।	
নাম - কাওছার মাহমুদ শিহাব পিতা - মোঃ আব্দুস সাত্তার গাড়ি চালক বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী মাতা - খালিজা খাতুন বিদ্যালয় - দেবোত্তর কবি বন্দে আলী মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়,পাবনা।	

লেখা আহ্বান

জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিনে প্রকাশের লক্ষ্যে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, বিভাগীয় কার্যালয়, এরিয়া অফিস এবং শাখা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ, ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যক্তিগত বিশেষ অবদান, নিজের বা সন্তানদের কৃতিত্ব, ব্যাংকে চাকরিজীবীদের অবসর ও মৃত্যু সংবাদ, ব্যাংক বিষয়ক সংক্ষিপ্ত রচনা ইত্যাদি ছবিসহ bulletin@janatabank-bd.com অথবা rps@janatabank-bd.com এই ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

প্রেসক্রিপশন

স্ট্রোক

ডাঃ মোঃ নুরুল হক খান
চিফ মেডিকেল অফিসার
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

স্ট্রোক মস্তিষ্ক বা ব্রেনের রোগ। মস্তিষ্কের রক্তনালী বন্ধ হয়ে বা ফেটে গিয়ে স্ট্রোক হয়। অনেকে স্ট্রোক বলতে হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগ বোঝে। না, স্ট্রোকের সঙ্গে হার্টের কোনো সম্পর্ক নেই, এটা পুরোই ব্রেনের রোগ। স্ট্রোক হলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বিকল হয়ে যায়। দেশে মানব-মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ স্ট্রোক। স্ট্রোকে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি নিজের, পরিবারের, সমাজের এবং রাষ্ট্রের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তিটি পঙ্গুত্ব বরণ করলে পরিবারের ওপর নেমে আসে দুঃসহ যন্ত্রণা ও বিপর্যয়। অথচ ৯০% স্ট্রোক প্রতিরোধ করা যায়।

কেন স্ট্রোক হয়?

* উচ্চ রক্তচাপ স্ট্রোকের প্রধান কারণ। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের নিয়মিত প্রেশার মেপে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ঔষধ খেতে হবে। অনেক রোগী আছেন, ঔষধ খেয়ে রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়ে গেলে ঔষধ বন্ধ করে দেন। এরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। * অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস রোগীদের স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার হার স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় তিনগুণ বেশি। তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। * রক্তে চর্বির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে না থাকলে রক্তনালী সরু হয়ে স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই, দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় চর্বি ও শর্করা জাতীয় খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে সবজি, মাছ ও ফল খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে হবে। সাদা বিষ চিনি, লবণ, ভাত, ময়দা খাওয়ার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। * ফাস্টফুডে আসক্তি স্ট্রোকের বড় কারণ।

স্ট্রোক প্রতিরোধ

* রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, রক্তের চর্বি ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। * ধুমপান, জর্দা, গুল, তামাক ও মাদক পরিহার করতে হবে। * নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। প্রতিদিন ৪০ মিঃ, সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন হাঁটতে হবে। হাঁটার গতি হবে ঘণ্টায় ৪ মাইল বা মিনিটে ১০০ কদম। * শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা পরিহার করতে হবে। * স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজন কমাতে হবে। * অতিরিক্ত কোমল পানীয় ও মাদকদ্রব্য স্ট্রোকের বড় কারণ, সুতরাং তা পরিত্যাজ্য। * মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা পরিহার করতে হবে।

স্ট্রোকের লক্ষণ

* হঠাৎ শরীরের একদিক দুর্বল বা অবশ হয়ে যাওয়া। * কথা আড়ষ্ট, অস্পষ্ট ও বন্ধ হয়ে যাওয়া। * চোখে ঝাপসা দেখা, দুটো দেখা বা না দেখতে পাওয়া। * হঠাৎ মাথা ঝিমঝিম, ঘোরা বা হতবিহ্বল হয়ে পড়া বা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা।

স্ট্রোক একটি প্রতিরোধযোগ্য অসুখ। এর চিকিৎসা জটিল, দীর্ঘমেয়াদী ও ব্যয়বহুল। তাই, এই রোগ প্রতিরোধ করার কোনো বিকল্প নেই।

আইসিটি কর্নার

কম্পিউটার ভাইরাস

শাকিল আহমেদ
অফিসার-আইটি
আইসিটিডি-সিস্টেম
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

ভাইরাস একটি ক্ষতিকারক কম্পিউটার প্রোগ্রাম। কম্পিউটার ভাইরাস বাইরের উৎস থেকে কম্পিউটারের মেমোরিতে প্রবেশ করে এবং গোপনে বিস্তার লাভ করে মূল্যবান প্রোগ্রাম, তথ্য নষ্ট করা ছাড়াও অনেক সময় কম্পিউটারকে অচল করে দেয়।
কম্পিউটারের পরিভাষায় ভাইরাস (Virus) হলো ভাইটাল ইনফরমেশন রিসোর্সেস আন্ডার সিজ বা Vital Information Resources Under Seize =VIRUS অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ১৯৫০ সালে সর্বপ্রথম কম্পিউটার ভাইরাস আবিষ্কার করা হয়।

spyware
spam
phishing
trojan
data
security
virus
attack
malware
virus alert!
virus detected

ভাইরাসের শ্রেণিবিভাগ করা খুবই কঠিন। কারণ প্রায় প্রতিদিনই কিছু অসাধু প্রোগ্রামারদের দ্বারা নতুন নতুন ভাইরাস তৈরি হচ্ছে। কিছু ভাইরাস সম্পর্কে জানা যাক: • **ট্রোজান হর্স ভাইরাস:** এটি আসলে খুবই মারাত্মক ভাইরাস। এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত কোনো প্রোগ্রাম চালু করলে কম্পিউটারে ডিস্ক বা ফাইল নষ্ট হতে পারে। • **ম্যাক্রো ভাইরাস:** এটি একটি সাধারণ শ্রেণির ভাইরাস যা ডাটা ফাইলকে আক্রমণ করে। এই ভাইরাস মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইলসমূহে আক্রমণ করে বেশি। • **বুট সেক্টর ভাইরাস:** এ জাতীয় ভাইরাস সরাসরি কম্পিউটারের বুট সেক্টর নিজেদের কোড দ্বারা পরিবর্তন করে কম্পিউটারের বুটিং সিস্টেম ধ্বংস করে দেয়। • **ফাইল ভাইরাস:** বেশিরভাগ পিসিতে এই ভাইরাস প্রায়ই দেখা যায়। এই ভাইরাস এক্সিকিউটেবল প্রোগ্রাম ফাইলসমুহকে আক্রমণ এবং এক্সটেনশনযুক্ত ফাইলসমুহকে আক্রান্ত করে। • **প্রোগ্রাম ভাইরাস:** এইসব ভাইরাস তাদের ভাইরাস কোড এক্সিকিউটেবল ফাইলের প্রথমে বা শেষে যুক্ত করে এবং মূল প্রোগ্রামের কোনো বিশেষ অংশকে নিজস্ব কোড দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে। • **কম্প্যানিয়ন ভাইরাস:** এই ভাইরাসটি কম্পিউটারের .exe এক্সটেনশনযুক্ত ফাইলকে .com এক্সটেনশনে রূপান্তর করে ফাইলটিকে নষ্ট করে ফেলে। • **পার্টিশন সেক্টর ভাইরাস:** পিসিতে যদি পার্টিশন সেক্টর ভাইরাস আক্রমণ করে তবে সেই পিসির পার্টিশনগুলো একটি পার্টিশনে রূপ নেবে।

কম্পিউটারে ভাইরাস সাধারণত বাইরের এক্সটারনাল ডিস্ক ব্যবহারের কারণে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ছড়ায়। এসব ছাড়া আরো অনেক উৎস আছে। যেমন: ১। বাইরের হার্ডডিস্ক, সিডি, ডিভিডি, ফ্ল্যাশ ডিস্ক, পেনড্রাইভ বা অন্য কোনো ডিস্কের মাধ্যমে প্রোগ্রাম ডাটা আদান-প্রদানের সময়। ২। ইন্টারনেট ও ই-মেইল ব্যবহারে অসতর্কতায়। ৩। নেটওয়ার্ক সিস্টেমের এক কম্পিউটারের সাথে অন্য কম্পিউটারের অথবা সার্ভারের প্রোগ্রাম/ডাটা আদান-প্রদানের মাধ্যমে। ৪। পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে।

একটি ভাইরাস আক্রান্ত-পিসি'র লক্ষণসমূহ: ১। কম্পিউটার চালু হতে আগের চেয়ে বেশি সময় নেওয়া। ২। কম্পিউটারের কার্যকম ক্রমশ ধীর/স্লো হয়ে যাওয়া। ৩। হঠাৎ করে ফাইল উধাও হয়ে যাওয়া অথবা নাম পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া। ৪। ড্রাইভের নাম পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া। ৫। ফাইলের কিছু অংশে অবাঞ্ছিত চিহ্ন বা বার্তা দেখা দেওয়া। ৬। কাজের মাঝখানে হঠাৎ করে কম্পিউটার হ্যাং হয়ে যাওয়া বা রিস্টার্ট নেওয়া। ৭। সাধারণ কাজেও ডিস্ক একসেস সময় বেড়ে যাওয়া (যেমন কোনো ফাইল কপি-পেস্ট করতে সময় বেশি লাগা)। ৮। ফাইল সেভ এবং প্রিন্ট করতে অনেক সময় নেওয়া। ৯। মেমোরির সাইজ কমিয়ে কোনো প্রোগ্রাম চালনা ব্যাহত করা।

(ক্রমশ)

শাখা স্থানান্তর

বিডিএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
জাতীয় স্মৃতিসৌধ শাখা, ঢাকা

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র শাখার নাম পরিবর্তন করে জাতীয় স্মৃতিসৌধ শাখা, বি-২২৬, সেনা শপিং কমপ্লেক্স (২য় তলা), নবীনগর, সাভার, ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাভার ক্যান্টনমেন্টের স্টেশন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মসিউর রহমান, এনডিসি, পিএসসি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তরের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মুরশেদুল কবীর। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তরের উপমহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন মিয়া ও মোঃ মহসীন আলী সরকার এবং এরিয়া অফিস, ঢাকা পশ্চিমের সহকারী মহাব্যবস্থাপক কৃপা সিন্ধু দাস এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

পুরাতন ঠিকানা	নতুন ঠিকানা
১. স্টেশন রোড শাখা, জামালপুর হোল্ডিং নম্বর: ৪৬৫৭ সড়ক: স্টেশন রোড, ওয়ার্ড নম্বর: ২ জামালপুর পৌরসভা, থানা: জামালপুর সদর জেলা: জামালপুর ভবনের নাম: সাউদিয়া মার্কেট ভবন মালিক: মোছাঃ লুৎফন্নাহার	১. স্টেশন রোড শাখা, জামালপুর হোল্ডিং নম্বর: ৩১৩৩ সড়ক: জামালপুর-মধুপুর সড়ক (বাইপাস মোড়) ওয়ার্ড নম্বর: ৭, জামালপুর পৌরসভা থানা: জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর ভবনের নাম: ছালমা ভবন ভবন মালিক: মোঃ ছানোয়ার হোসেন ও মোঃ সাইফুল ইসলাম স্থানান্তরের তারিখ: ২১.০৭.২০১৯
২. এরিয়া অফিস, জামালপুর হোল্ডিং নম্বর: ৪৬৫৭ সড়ক: স্টেশন রোড, ওয়ার্ড নম্বর: ২ জামালপুর পৌরসভা, থানা: জামালপুর সদর জেলা: জামালপুর ভবনের নাম: সাউদিয়া মার্কেট ভবন মালিক: মোছাঃ লুৎফন্নাহার	২. এরিয়া অফিস, জামালপুর হোল্ডিং নম্বর: ৩১৩৩ সড়ক: জামালপুর-মধুপুর সড়ক (বাইপাস মোড়) ওয়ার্ড নম্বর: ৭, জামালপুর পৌরসভা থানা: জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর ভবনের নাম: ছালমা ভবন ভবন মালিক: মোঃ ছানোয়ার হোসেন ও মোঃ সাইফুল ইসলাম স্থানান্তরের তারিখ: ২১.০৭.২০১৯
৩. আগৈলঝাড়া শাখা, বরিশাল গ্রাম/এলাকা: পশ্চিম সুজনকাঠী ইউনিয়ন: গৈলা, থানা: আগৈলঝাড়া জেলা: বরিশাল ভবনের নাম: শাহ আলী মার্কেট ভবন মালিক: মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	৩. আগৈলঝাড়া শাখা, বরিশাল গ্রাম/এলাকা: নগরবাড়ী রোড আগৈলঝাড়া বাজার ইউনিয়ন: গৈলা, থানা: আগৈলঝাড়া জেলা: বরিশাল ভবন মালিক: মোঃ গিয়াস উদ্দীন হাওলাদার স্থানান্তরের তারিখ: ০১.০৯.২০১৯
৪. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র শাখা, সাভার, ঢাকা গ্রাম/এলাকা: নবরূপা ইউনিয়ন: পাথালিয়া, থানা: আশুলিয়া জেলা: ঢাকা ভবন মালিক: আলতাফ হোসেন	৪. জাতীয় স্মৃতিসৌধ শাখা, সাভার, ঢাকা এলাকা: সাভার ক্যান্টনমেন্ট, নবীনগর থানা: আশুলিয়া, জেলা: ঢাকা ভবনের নাম: সেনা শপিং কমপ্লেক্স ভবন মালিক: সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্থানান্তরের তারিখ: ২৯.০৯.২০১৯
৫. ঝিকরগাছা শাখা, যশোর হোল্ডিং নম্বর: ২৪০ ওয়ার্ড নং: ২, ঝিকরগাছা পৌরসভা থানা: ঝিকরগাছা, জেলা: যশোর ভবনের নাম: জনতা সুপার মার্কেট ভবন মালিক: মোঃ আমজাদ আলী (কলিম)	৫. ঝিকরগাছা শাখা, যশোর হোল্ডিং নম্বর: ২৫৩৯ ওয়ার্ড নং: ২, থানা: ঝিকরগাছা জেলা: যশোর ভবনের নাম: সোনালী মার্কেট ভবন ভবন মালিক: মৃত্যুঞ্জয় সিংহ ও সন্তোষ কুমার ঘোষ স্থানান্তরের তারিখ: ২৯.০৯.২০১৯

চলে গেলেন যারা

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ : পিএমআইএস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

নাম ও পদবী : মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সাপোর্ট স্টাফ ক্যাটাগরি-২
যোগদান তারিখ : ০১.০৯.২০১৪
মৃত্যু তারিখ : ২২.০৭.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : আমবাড়ী শাখা, দিনাজপুর

নাম ও পদবী : মোঃ নাছির উদ্দিন, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.০৯.১৯৮৯
মৃত্যু তারিখ : ২২.০৭.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, নারায়ণগঞ্জ

নাম ও পদবী : মোঃ মাহবুবুল আলম খান, অফিসার-টেলার
যোগদান তারিখ : ১৪.০৭.১৯৮৬
মৃত্যু তারিখ : ২৪.০৭.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, চুয়াডাঙ্গা

নাম ও পদবী : মোঃ শামিম, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
যোগদান তারিখ : ১৮.০৮.১৯৯৩
মৃত্যু তারিখ : ২৮.০৭.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : সুনামগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, সুনামগঞ্জ

নাম ও পদবী : মোঃ মতিয়ার রহমান, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
যোগদান তারিখ : ২২.০৫.১৯৮৮
মৃত্যু তারিখ : ২৯.০৭.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, সাতক্ষীরা

নাম ও পদবী : মোঃ আব্দুল বাতেন, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.০৯.১৯৮৪
মৃত্যু তারিখ : ০৪.০৮.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : লাঙ্গলবন্দ শাখা, নারায়ণগঞ্জ

নাম ও পদবী : খান ওয়াহিদুল ইসলাম, অফিসার-টেলার
যোগদান তারিখ : ২৮.০৮.১৯৯০
মৃত্যু তারিখ : ০৭.০৮.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, বাগেরহাট

নাম ও পদবী : মোহাম্মদ রহমত উল্যাহ, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ১২.০৩.২০০৯
মৃত্যু তারিখ : ০৮.০৮.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : ওসখালী শাখা, নোয়াখালী

নাম ও পদবী : মোঃ এনামুল কবির, অফিসার-টেলার
যোগদান তারিখ : ২৭.০৪.১৯৯১
মৃত্যু তারিখ : ১৮.০৮.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : কাকরাইল শাখা, ঢাকা

নাম ও পদবী : মীর জাহিদ হুসাইন, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার-আইটি
যোগদান তারিখ : ৩১.১০.১৯৯৯
মৃত্যু তারিখ : ২০.০৮.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : ডিভিশনাল অফিস, খুলনা

নাম ও পদবী : মোঃ রুহুল আমিন, সাপোর্ট স্টাফ ক্যাটাগরি-২
যোগদান তারিখ : ২০.০৪.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ২৩.০৮.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : লোকাল অফিস, ঢাকা

নাম ও পদবী : পবন জ্যোতি চাকমা, অফিসার
যোগদান তারিখ : ১৫.০৮.১৯৮৪
মৃত্যু তারিখ : ২৪.০৮.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : রাঙ্গামাটি শাখা, রাঙ্গামাটি

নাম ও পদবী : মোঃ আবদুর রশিদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার গ্রেড-২
যোগদান তারিখ : ২১.০৪.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ০২.০৯.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, চাঁদপুর

নাম ও পদবী : মোঃ আজিজুর রহমান, প্রিন্সিপাল অফিসার
যোগদান তারিখ : ০৭.০৭.২০১০
মৃত্যু তারিখ : ০৬.০৯.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : মহিলা শাখা, যশোর

নাম ও পদবী : মোঃ সাইদুল হক, সাপোর্ট স্টাফ ক্যাটাগরি-২
যোগদান তারিখ : ২০.০৪.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ০৭.০৯.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, নারায়ণগঞ্জ

বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের ওপর আলোচনা সভা

১৫ আগস্ট
আলোচনা সভা
১৫
বীর মুক্তিযোদ্ধা সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি
স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ
জনতা ব্যাংক লিমিটেড প্রাতিষ্ঠানিক কমিটি

জনতা ব্যাংক লিমিটেড স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর অংশ হিসেবে স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ জনতা ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমিটির তত্ত্বাবধানে ২১ আগস্ট ২০১৯ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড ভবন-সংলগ্ন চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মময় জীবনের ওপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা সাধন চন্দ্র মজুমদার প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে সংসদ সদস্য সেলিমা আহ্মাদ, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমদ, সিইও অ্যান্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ, ডিএমডি মোঃ জিকরুল হক ও মোঃ তাজুল ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মশিউর রহমান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ জনতা ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সিবিএ নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংকের ইতিবৃত্তঃ ব্যাংকিং সেবার বিস্তৃতি

বর্তমান সময়ে তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে গতানুগতিক সেবার পরিবর্তে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ব্যাংকিং সেবায়। গত ১ দশকের ব্যবধানে আমূল বদলে গিয়ে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে ব্যাংকের সেবা। অর্থ লেনদেন থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরিষেবার বিল এখন পরিশোধ করা যাচ্ছে ঘরে বসেই। এখন আর ব্যাংকের সামনে সেই চিরচেনা দীর্ঘ লাইন দেখা যায় না। যে স্থানে ব্যাংকের শাখা নেই সেখানে এজেন্ট নিয়োগ করে গ্রাহককে ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে ব্যাংকগুলো। এতে লক্ষ লক্ষ গ্রাহক স্বল্প সময়ে সহজেই ব্যাংকিং সেবা পাচ্ছেন। গ্রামীণ হাট-বাজারে এজেন্ট আউটলেট স্থাপন করে নগদ টাকা জমা ও উত্তোলন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বিল ও ফি জমা নেয়া হচ্ছে। সেবা সহজীকরণ ও সময় কম ব্যয় হওয়ার কারণে প্রচলিত শাখাব্যাংকিংয়ের চেয়ে এজেন্ট ব্যাংকিং গ্রাহককে বেশি আকৃষ্ট করতে পারছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অগ্রাধিকার খাত এসএমই ঋণে অনলাইন সুবিধা ব্যবহৃত হচ্ছে। আজকাল মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণও বিতরণ করা হচ্ছে। মোটকথা বর্তমানে বেশিরভাগ ব্যাংকে চালু করা হয়েছে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস।

অন্যদিকে, অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং সেবার আওতায় ব্যাংকসমূহ মানবিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এই সেবার প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে স্বল্প খরচে ও সহজে সাধারণ মানুষের মধ্যে কল্যাণকামী ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি দেশে ক্রমবর্ধমান সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় সিএসআর সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। কোনো কোনো ব্যাংক ডিপোজিট স্কিমগুলোর সাথে বীমা সুবিধা চালু করেছে। এ ব্যবস্থায় কোনো গ্রাহক হিসাব চালানো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তিনি বীমাসহ পুরো স্কিম সুবিধা পেয়ে থাকেন।

এজেন্ট ব্যাংকিং জনপ্রিয় হওয়ার পর এবার চালু হচ্ছে বুথ ব্যাংকিং। এখানে সহজে সকল ইউটিলিটি বিল ও ফি জমা নেয়া হবে এমনকি হিসাবও খোলা যাবে। এই ধরনের ব্যাংকিং এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের চেয়ে অনেকাংশে সহজ ও সুবিধাজনক। কেননা, এই ধরনের ব্যাংকিংয়ে কমিশনের কোনো বিষয় নেই। বুথ ব্যাংকিং ঐ ব্যাংকের নির্দিষ্ট কোনো একটি শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

জনতা ব্যাংক মুনাফা ও প্রবৃদ্ধির ধারা সচল রাখার পাশাপাশি গ্রাহককে মানসম্পন্ন সেবা প্রদানে সদা সচেষ্ট। ব্যাংকটি সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসহ অধিকাংশ আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে সেবা দিয়ে থাকে। সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গ্রাহকদের চাহিদাকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিয়ে প্রযুক্তির সময়োপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে উপরোক্ত সকল সেবা অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি জনতা ব্যাংক লিমিটেড আগামী দিনগুলোতে আরো অত্যাধুনিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করবে এমনটাই সবার প্রত্যাশা।

রুবেল আহমেদ, এসপিও, আরপিএসডি

রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ৪৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০, ফোন: ৮৮-০২-৪৭১২০১৭৯
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৫৮৬১৪, ইমেইল: rpx@janatabank-bd.com, ওয়েবসাইট: www.janatabank-bd.com, jb.com.bd কর্তৃক প্রকাশিত এবং
জে. এম. প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, কে ওয়াই প্লাজা (৪র্থ ফ্লোর), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, ই-মেইল: jmprinters14@gmail.com হতে মুদ্রিত

আলোকচিত্রী
মোঃ আব্দুল ফাত্তা